বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে সফল চুয়াডাঙ্গার শিক্ষিত তরুণ শাওন জোয়ার্দ্দার

পুকুর বা খাল-বিলে নয়; আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি করা ট্যাংকিতে মাছ চাষ হচ্ছে চুয়াডাঙ্গায়। নতুন এ পদ্ধতির নাম বায়োফ্লক। এতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কম খরচে অধিক মাছের উৎপাদন করা সম্ভব। ফলে দেশের পুষ্টি চাহিদার যোগান বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিকভাবেও লাভবান হচ্ছেন উদ্যোক্তারা।

বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে সফলতা পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গার হাতিকাটা গ্রামের শিক্ষিত তরুণ শাওন জোয়ার্দ্দার। তরুণ উদ্যোক্তা শাওনের হাত ধরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় এ পদ্ধতির মাছ চাষে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। অল্প জায়গায় বেশি পরিমাণে মূল্যবান মাছ চাষের ফলে অধিক লাভের আশা করছেন শাওন। তার সফলতা দেখে এলাকার অনেকেই এগিয়ে আসছে এ চাষে।

উদ্যোক্তা শাওন জোয়ার্দ্দার জানান, ঢাকায় বিবিএ পড়ার সময় ইউটিউবে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের ভিডিও দেখে আগ্রহ জন্মায় তার মনে। এর পর লেখাপড়ার পাশাপাশি বায়োফ্লক সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। গ্রহণ করেন প্রশিক্ষণ। তার নিজ গ্রামে শুরু করেন বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ।

শাওন আরো জানান, দেশীয় প্রজাতির শিং, কৈ, মাগুর, ট্যাংরা, পাবদাসহ বেশ কিছু মূল্যবান মাছের চাষ হচ্ছে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে। এতে বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছের উৎপাদন আবারও বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বাজারেও তুলনামূলক কম মূল্যেই পাওয়া যাচ্ছে এসব মাছ।

শাওনের পিতা মহসিন জোয়ার্দ্দার জানান, এক হাজার কেজি মাছ ধারণ ক্ষমতা সম্পন একটি ট্যাংকি প্রস্তুত করতে ব্যয় হয় ৩৫/৪০ হাজার টাকা। মাছের পোনাসহ আনুসঙ্গিক খরচ হয় আরো প্রায় ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু একটি ট্যাংকি থেকে চার মাসে প্রায় এক লাখ টাকা লাভ করা সম্ভব। পরবর্তিতে যেহেতু ট্যাংকির খরচ লাগে না সে হিসাবে পরবর্তিতে লাভের পরিমাণ আরো বাড়ে।

শাওনের সহযোগি ফরহাদ জোয়ার্দ্দার জানান, শাওনের দেখাদেখি

এলাকার অনেক তরুণ বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই জেলার কয়েক তরুণ শাওনের সহযোগিতায় মাছ চাষ শুরু করেছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. মোশাররফ হোসেন জানান, বায়োফ্লক পদ্ধতির মাছ চাষ দেশের পুষ্টি চাহিদায় অসামান্য অবদান রাখবে। একই সাথে শাওনের মতো তরুণ উদ্যোক্তাদের হাত ধরেই মাছ চাষে বিপ্লব আসবে বলে তাদের ধারণা। মৎস্য বিভাগ এ প্রকল্পে আগ্রহীদের সব ধরণের সহযোগিতার আশ^◌াসও দেন মৎস্য কর্মকর্তা।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকতাসহ আরও তিন জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে চার জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকতা ডা. রিয়াজুর আলম সহ নতুন করে মোট তিনজন আক্রান্তের খবর নিশ্চিত করেছেন সিভিল সার্জন। রবিবার কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাব থেকে ২২টি প্রাপ্ত রিপোর্টে ৪ জন পজিটিভ হয়েছেন।

সিভিল সার্জন জানান, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে প্রাপ্ত ২২টি রিপোর্টের মধ্যে ৪ টি কোভিড-১৯ পজেটিভ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৩টি নতুন ও ১ টি পুরাতন পজিটিভ কেইস।

এ নিয়ে আজ ১৫ টি সহ সর্বমোট ১৩৬০ টি নমুনা পরীক্ষা করে এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ১২২৫টি এর মধ্যে ৩০ জনের পজিটিভ রিপোর্ট পাওয়া গেছে, বাকি ১১৯৫ টি নেগেটিভ।

প্রসঙ্গত, জেলায় ৩০ জন করোনা রোগীর মধ্যে ৭ জন সুস্থ হয়েছেন। ২ জন মারা গেছেন। এখন ১৯ জন নিজ নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

করোনা নিয়ন্ত্রণে মডেল হতে পারে মেহেরপুর

দেশ জুড়ে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা ভাইরাসে সংক্রমনের সংখ্যা। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে মৃতের সংখ্যাও। গতকাল শুক্রবারও সারা দেশে ২ হাজার ৮’শ২৮ জন নতুন করে সনাক্ত হয়েছে এবং মৃত্যু বরণ করেছে ৩০ জন। গত ৮ মার্চ দেশে করোনা রোগ সনাক্ত হয়। গতকাল পর্যন্ত দেশে ৮১১ জন করোনা আক্রান্ত মৃত্যুবরণ করেছেন, আক্রান্ত হয়েছেন ৬০ হাজার হাজার ৩৯১ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ১২ হাজার ৮০৪ জন।

তবে দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় মেহেরপুরে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে করোনা ভাইরাস। ৮ লক্ষ মানুষের এ জেলায় এ পর্যন্ত ২৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ২ জন, সুস্থ হয়েছেন ৬ জন এবং বর্তমানের ১৮ জন চিকিৎসাধীন থাকলেও তারা সকলেই ভাল রয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। বর্তমানে মেহেরপুর সদরে ৯জন ও গাংনী উপজেলায় ৯জন মোট ১৮ জন করোনা রোগী চিকিৎসাধীন আছে। ইতিমধ্যে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা শূন্যের কোঠায় চলে এসেছে।

তবে জেলাকে করোনা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে দুটি জেলার প্রবেশমুখে তল্লাশি চৌকি আরো জোরদার করতে হবে। দেশের বিভিন্ন প্রাণÍ থেকে আসা মানুষদের সনাক্তের মাধ্যমে তাদের হোম কোয়ারেন্টিন কঠোরভাবে বাধ্যতামূলক করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রেও প্রশাসনকে আরো কঠোর হতে হবে বলে মত দিয়েছেন বিভিন্ন জনেরা।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যমতে, সর্বশেষ গত ৩১মে ১টি পজিটিভ রিপোর্ট পাওয়া যায়। ৫দিন অবিবাহিত হলেও নতুন কোন পজিটিভ রিপোর্ট আসেনি। প্রাপ্ত রিপোর্টের সব গুলোই নেগেটিভ। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে ১হাজার ১শ ২৮টি রিপোর্ট আসে। তার মধ্যে ১হাজার ১শ ২ জন নেগেটিভ।
এভাবেই প্রশাসনিক তৎপরতা অব্যাহত রেখে সামাজিক দুরুত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে পারলে করোনা মহামারী থেকে মেহেরপুরকে রক্ষা করা সম্ভব বলে মনে করছেন অনেকেই।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও আইনজীবী

অ্যাড. ইব্রাহীম শাহিন বলেন, করোনা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে গণমাধ্যম। করোনা আক্রান্ত এলাকা থেকেই লোকজন এসে মূলত আমাদের মেহেরপুরে করোনাভাইরাস অল্প হলেও ছড়িয়েছে। সে ক্ষেত্রে গণমাধ্যম কর্মিরা প্রশাসনকে এ সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে সার্বিকভাবে সহযোগীতা করেছে। সেই সাথে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনের নিয়মিত মনিটরিং করে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই মোতাবেক প্রশাসনের কর্মকান্ডের ফলে আমরা অন্য জেলার তুলনায় করোনা প্রতিরোধে অনেকটাই সফল। এই ধারাবাহিকতা বিগত কয়েকদিনে আমাদেরর নতুন করে কোন করোনা রোগী আক্রান্ত হয়নি। এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হলে প্রশাসন, গণমাধ্যম কর্মিদের তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। সেই সাথে সাধারণ জনগনকে আরও সচেতন হতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকল কার্যক্রম করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল আযম বলেন, আমাদের মেহেরপুরে এখনো পর্যন্ত অন্য জেলার তুলনায় করোনার প্রাদুর্ভাব অনেক কম। মহামারী আকার ধারণ করার আগেই আমাদের আরও কঠোর হতে হবে। অদৃশ্য শত্রু করোনার যেহেতু এখনও ধন্বন্তরি কোন ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। তাই সচেতনতায় করোনা প্রতিরোধের প্রতিষেধক। মেহেরপুরের মুল চালিকাশক্তি কৃষি। জেলায় করোনার মহামড়কের আগে এখনিই কারফিউ দিয়ে কৃষি ও কৃষককে বাচাতে হবে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল-আমিন ধুমকেতু বলেন, অন্য জেলার তুলনায় দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের জেলা মেহেরপুরে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা কম। সেক্ষেত্রে করোনার প্রাদুর্ভাব মেহেরপুরে যাতে বৃদ্ধি না পায় সেজন্য আমাদের কিছু কাজ করতে হবে। প্রথমত যারা করোনা পজিটিভ হবে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক আইসুলেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িতে আইসুলেশনে থাকলে অনেক সময় তার পরিবারের লোকজন আক্রান্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ইতিমধ্যে সাহারবাটি গ্রামের এক করোনা পজিটিভ ব্যক্তির দেখভাল করতে গিয়ে তার পরিবারের একজন আক্রান্ত হয়েছে। আমরা জানি গণপরিবহন চালু হয়েছে। সারা দেশের সাথে একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা পূনরায় চালু হলো। এক্ষেত্রে গণ-পরিবহনগুলোতে কড়া নজরদারি দিতে হবে। শতভাগ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। মেহেরপুর শহরের কাঁচাবাজারে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করা অনেকটা কষ্টসাধ্য। এক্ষেত্রে মেহেরপুর হোটেল বাজার ও বড় বাজারের কাচা বাজার

ম্যাধমে অর্থ প্রেরন করা হয়েছে। এছাড়াও সীমিত আকারে সব প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার পর স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে তিন শিফটে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে।

এছাড়াও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে যাতে দোকানপাট, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলো পরিচালনা হয় সে দিকে কঠোর নজরদারি করা হচ্ছে। প্রয়োজনে জরিমানার আওতায় এনে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি সাধারণ মানুষের ভিতর স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি হয়েছে। ধিরে ধিরে এটি অভ্যাসে পরিনত হচ্ছে। এছাড়াও আমরা মেহেরপুরের প্রবেশ মুখে কঠোর নজরদারি রেখেছি।

মেহেরপুরে যাত্রী সংকটে বাস, দখলে ইজিবাইক

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারনে দুই মাসের অধিক সময় ধরে বন্ধ থাকার পর মেহেরপুরসহ দেশ ব্যাপী গনপরিবহন চালু হয়েছে। গত সোমবার (১ জুন) থেকে ৬০ শতাংশ ভাড়া বাড়িয়ে আন্তজেলা ও দুরপাল্লার বাস চলাচল শুরু হয়েছে।
কিন্তু বাস চলাচল শুরু হলেও মেহেরপুরে যাত্রী সংকটে ভুগছে বাস পরিবহন।

বিশেষ করে আন্তজেলা বাস গুলোতে একেবারেই যাত্রী কম। ফলে লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে মালিকদের। সেই সাথে পরিবহন শ্রমিকরাও সঠিক বেতন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে বাস চলাচল বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা করছে মালিক সমিতি।

সীমিত আকারে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা রোডে বাস চলাচল করলেও যাত্রী অভাবে বন্ধ আছে মেহেরপুর- মুজিবনগর রোডে। মটর শ্রমিক ইউনিয়নের অভিযোগ অবৈধ ইজিবাইকে যাত্রী বহনের কারনেই বাসে যাত্রী সংকট। এছাড়াও ৬০ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি হওয়ায় অনেক যাত্রীই বাসে উঠতে নারাজ। স্বাস্থ্যবিধি লংঘন হলেও যাত্রীরা চড়ছে ইজিবাইকেই।

এ বিষয়ে জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকরি সভাপতি সোহেল আহমেদ জানান, দির্ঘদিন বাস চলাচল বন্ধ ও ভাড়া বৃদ্ধির কারনে যাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাস চলাচল নিশ্চিত করছি। কিন্তু অবৈধ ইজিবাইক গুলো স্বাস্থ্যবিধি মানার কোন বালাই নেই। তারপরও যাত্রীরা কম ভাড়ার জন্য সেটিই ব্যবহার করছে।

বাস মালিক সমিতির সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বলেন, দির্ঘদিন পরে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। ৬০ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি করেও যাত্রী সংকটের কারনে লোকসান হচ্ছে। এমন অবস্থায় অবৈধ পরিবহন গুলো নিষিদ্ধ করে স্বাস্থ্যসম্মত বাসে যাত্রী চলাচল নিশ্চিত করতে হবে।

প্রলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী জানান, আমরা গণ পরিবহনের পাশাপাশি ছোট খাটো পরিবহন গুলোতেও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে কাজ করছি। আমাদের একটি চৌকস দল সব সময় মাঠে অবস্থান করছে। সেই সাথে কঠোর নজরদারিতে পরিবহন গুলো রাখা হয়েছে। এরপরও কিছু অবৈধ পরিবহন আছে যারা যত্রতত্র যাত্রী উঠাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আরমা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি।
মেপ্র/এমএফআর

ঝিনাইদহে করোনার প্রভাবে বিপাকে গো খামারীরা

ঝিনাইদহে করোনার প্রভাবে বিপাকে পড়েছেন গো খামারীরা। অন্যদিকে গো খাদ্যের দাম বাড়ায় ক্ষতির মুখে তারা। এই অবস্থা দীর্ঘমেয়াদী হলে পথে বসার আশঙ্কা তাদের।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ধনঞ্জয়পুর গ্রামে ২০১৪ সালে ৪ একর জমির উপর এম আর এইচ এগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড নামের একটি গো খামার তৈরী করেন রোকনুজ্জামান রিপন।

সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ৭টি গাভী নিয়ে কর্মকান্ড শুরু করেন তিনি। বর্তমানে ছোট বড় ৪২ টি গরু রয়েছে তার ফার্মে। এর মধ্যে ২২

টি গাভী আছে। যা থেকে প্রতিদিন দুধ হচ্ছে ১২০ লিটার।

ব্রাক ডেইরি ফার্ম ও হোটেলে দুধ বিক্রি করলেও এখন তা বন্ধ রয়েছে। এতে পানির দামে স্থানীয় ভাবে দুধ বিক্রি করতে হচ্ছে তাকে। রোকনুজ্জামান রিপনের মতো ঝিনাইদহের বিভিন্ন অঞ্চলের খামারীদের একই অবস্থা। কোম্পানির বাইরের অতিরিক্ত দুধ এতোদিন মিষ্টিসহ বিভিন্ন খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে দেয়া হতো। করোনার কারণে সেসব বন্ধ ও হাট-বাজারে চাহিদা কমে যাওয়ায় ধস নেমেছে দুধের বাজারের।

শুধু তাই নয় যানবাহনের কারনে গোঁ খাদ্য আনা নেওয়ার সমস্যার পাশাপাশি বেড়েছে দাম। ফলে সঠিকভাবে খাদ্য দিতে না পারায় দুধের উৎপাদনও কমেছে। বর্তমানে ২২ টি গাভী থেকে ৬০ লিটার দুধ উৎপাদন হচ্ছে।

খামারী রিপন জানান, তার খামারে ৫/৬জন শ্রমিক কাজ করে। তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া এবং গো খাদ্যের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় প্রতিদিন ৫ হাজার টাকা লোকসান গুনতে হচ্ছে। ব্যাংক থেকে ১ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে সুদ দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তার। খামারী শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে সরকারি প্রণোদনাসহ ঋণের সুদ মওকুফের দাবি তার। এই খাতটি দেশের মানুষের পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। সরকার আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন এমনটাই দাবি দুগ্ধ খামারীদের।

এ ব্যাপারে জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আনন্দ কুমার অধিকারি বলেন, করোনায় খামারীরা লোকসানের বিষয়টি সরকারকে অবহিত করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রণোদনাসহ খামারীরা সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পাবে বলে আশা করছি।
ঝিনাইদহ প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে জেলায় ছোট বড় প্রায় ৫০ হাজার দুগ্ধ খামার রয়েছে। প্রতিদিন দুধ উৎপাদন হয় ২৮৪ মেট্রিক টন।

গাংনীতে করোনা পজিটিভ রোগীর বাড়িতে ঔষধ সরবারহ

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাংনীতে লকডাউন এ রাখা করণা পজিটিভ রোগের বাড়িতে বাড়িতে নিয়মিতভাবে ঔষধপত্র পৌঁছে দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

যাদের সংস্পর্শ এবং আশপাশের এলাকায় যেতে ভয় পাচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তবুও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝুঁকি নিয়ে নিয়মিত ভাবে ঔষধ পৌঁছে দেয়ার ঘাটতি নেই তাদের।

করোনা পজেটিভ রোগীদের বাড়িতে প্রতিদিনের ন্যায় মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকদের একটি টিম প্রতিটি পজিটিভ রোগের বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে করোনা রোগীর চিকিৎসার ওষুধ। নিরাপদ দূরত্ব থেকে বলে দেয়া হচ্ছে ওষুধ সেবনের নিয়ম। নিজের সুস্থ হওয়ার জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করছেন রোগীরাও।

বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের হাত থেকে সাধারণ মানুষ তো মরছেই রেহাই পায়নি চিকিৎসক পুলিশ সাংবাদিকরাও। আস্তে আস্তে পেশাগত দায়িত্ব পালনে অনেকেই অনীহা প্রকাশ করলেও চিকিৎসকরা আজও রয়েছে মাঠে ময়দানে নিজ কর্মক্ষেত্রে। চিকিৎসকদের এই দায়িত্ববোধ এবং সেবা প্রদানের মহানুভবতা স্মরণে রাখার মত বলে মনে করছেন সুধীমহল। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে করণা পজিটিভ রোগীদের সুস্থ করার জন্য গাংনী উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একঝাঁক তরুণ চিকিৎসক ও সেবা প্রদানে সোচ্চার রয়েছেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলম ও আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার সাদিয়া সুলতানা তরুণ চিকিৎসকদের সাথে নিয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছে গাংনী বাসিকে।

আবাসিক মেডিকেল অফিসার সাদিয়া সুলতানা জানান, গাংনীতে পর্যন্ত চারজন করনা পজেটিভ রোগী রয়েছে। তাদের বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। তাদেরকে নিয়মিত চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। তারা বর্তমানে খুবই ভালো আছে। তবে তারা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন বলেও তিনি আশাবাদী।

ওষুধ প্রদানের সময় স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান, স্বাস্থ

সহকারি ও স্যাকমো বৃদ্ধরা উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাসিমের করোনা পজিটিভ

সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের করোনা পজিটিভ। সোমবার রাতে তার ছেলে সাবেক সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে শারীরিক ‘দুর্বলতা’ নিয়ে রাজধানীর শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে ভর্তি হন মোহাম্মদ নাসিম।

হাসপতালে ভর্তির পর তার করোনাভাইরাসের পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়। পরীক্ষায় তার করোনা পজিটিভ আসে।

বিস্তারিত আসছে…

গাংনীর বামন্দিতে সুন্দরী হত্যা কান্ডে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দিতে সুন্দরী খাতুন কে হত্যা ও স্বামীকে গুরুতর জখম করে তালাবদ্ধ করে রাখার অপরাধে মামলা দায়ের হয়েছে।

গত শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে সুন্দরী খাতুনের ভাগ্নে উপজেলার নওদা মটমুড়া গ্রামের মৃত হারান মণ্ডলের ছেলে রেজাউল হক

বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে গাংনী থানায় একটি হত্যা ও জখম মামলা দায়ের করেন।

যার মামলা নাম্বর ২৪ তারিখ: ২৯/০৫/২০২০ ইং ধারা: ৪৪৮, ৩২৪, ৩২৬, ৩০৭, ৩০২ ও ৩৪.

এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হলেন জেলা গোয়েন্দা শাখার পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) জুলফিকার আলী।

মেহেরপুরে সাব্বিরের উদ্যোগে সবজি বিতরণ

বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে মানবেতর জীবনযাপন করছেন সমাজের নিম্ন এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যরা। অনাহারে কাটছে অনেক মানুষের জীবন। সমাজের মানুষদের এই অসহায়ত্ব পাশে দাড়িয়েছেন মেহেরপুরের মুখার্জি পাড়ার সাব্বির আহমেদ।

শনিবার সকাল ১০ টায় মেহেরপুরের থানা চত্বর এলাকায় সবজি বিতরণ করেন।

তিনি বলেন, বিগত ৫০ দিন যাবৎ খাদ্য সামগ্রী বিতরণের কাজ করছি। টিউশনির টাকা থেকে শুরু হলেও বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক,আত্মীয়-স্বজন এবং মেসডা নামক সংগঠনের সহযোগিতায় অসহায় মানুষদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছিয়ে দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।

সাব্বিরের নেওয়া উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে মানবতার দেয়ালের আদলে খাদ্য সামগ্রীর ফ্রি দোকান, ইদ উপহার, ইফতার সামগ্রী, বাড়ি বাড়ি খাদ্য সামগ্রী, সবজি যাবে আপনার বাড়ি, প্রয়োজনীয় ঔষধ, মাস্ক বিতরণ, সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ, জীবাণুনাশক ব্লিচিং পাউডার স্প্রে সহ আরো অনেক কার্যক্রম। জানা যায়, মানুষের সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে তাদের এইসব কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছে নাঈম, রাব্বি, আকাশ, বর্ষা, নান্নু, পিয়াস, বন্না, তানভীর, আকাশ সহ অনেকে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র খাদ্য বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে ৫শ’টি অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

জিয়াউর রহমান এর ৩৯ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ৫ শ অসহায় দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী তুলে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন।

শনিবার সকাল ৬ টার সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপি র অফিস চত্বরে এ খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়।

খাদ্য বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস,
জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা বিএনপির যুগ্ম-সম্পাদক আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু,
সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন মোল্লা, জেলা বিএনপির অন্যতম নেতা শাজাহান সাহান,জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা সেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি আজমল হোসেন মিন্টু,জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মুশারফ হোসেন তপু, যুগ্ম-সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, যুগ্ম-সম্পাদক নওশেল আহমেদ রনি,
মুজিবনগর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক খোরশেদ আলম, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির,
সহ-সভাপতি তৌফিক এলাহী শাকিল, সাধারণ-সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক-সম্পাদক সাঈদ বিন রফিক সিজার, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক ফাহিম আহনাফ লিংকন প্রমুখ।